PRINT

সমকাল

জাহাঙ্গীরনগরে চলমান আন্দোলন ও বাস্তবতা

বিশ্ববিদ্যালয়

১২ ঘণ্টা আগে

নীলাঞ্জন কুমার সাহা

বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমস্যা নিয়ে এর ভেতরে ও বাইরে বেশ কিছুদিন যাবৎ আলোচনা-সমালোচনা, সভা, বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় লেখালেখি, টক শো চলছে। আলোচনার বিষয়বস্তু ১৪৪৫ কোটি ৩৬ লাখ টাকার অধিকতর উন্নয়নের বিশেষ প্রকল্পে দুর্নীতি এবং এর মাস্টারপ্ল্যানের গ্রহণযোগ্যতা। এ সমস্যাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে ছাত্র-শিক্ষকের সমন্বয়ে ছোট্ট একটি দল প্রশাসনিক অফিস অবরোধ এবং কর্মবিরতি পালন করে। যদিও এর কোনো প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম অর্থাৎ ক্লাস-পরীক্ষা ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে পরিলক্ষিত হয়নি, তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সমস্যাকে কেন্দ্র করে এক ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও

উন্নয়নের জন্য কখনোই কাম্য নয়।

জাহাঙ্গীরনগর আমাদের সবার প্রাণের বিশ্ববিদ্যালয়। এর উন্নয়ন আমরা সবাই চাই এবং এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব চিন্তাধারা, তার প্রকাশ ও বাস্তবায়নের ভিন্নতা। প্রথমেই আসা যাক মাস্টারপ্ল্যানের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। আন্দোলনকারী ছাত্র-শিক্ষকরা বলছেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান মাস্টারপ্ল্যান কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা একটি ভালো মাস্টারপ্ল্যানের যেসব উপাদান থাকা বাঞ্ছনীয়, তার অনেকটি এতে অনুপস্থিত। যেমন এটি করতে গিয়ে কোনো জিওলজিক্যাল সার্ভে, ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর স্টাডি, ভবিষ্যৎ প্রাক্কলন, স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা ইত্যাদি করা হয়নি। সর্বোপরি, মাস্টারপ্ল্যান তৈরিতে কোনো পরিকল্পনাবিদের অন্তর্ভুক্তি কিংবা তাদের কোনো মতামত নেওয়া হয়নি এবং মাস্টারপ্ল্যানটি সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি।

আমরা সবাই জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকে এবং আজ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রশাসনের সময় বেশ কিছু স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে এবং এসব নির্মাণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারপ্ল্যানকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, তার তেমন নজির বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারপ্ল্যানটি প্রথম আলোচনায় আসে ২০১৫ সালে, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়নের জন্য বর্তমান প্রশাসন ৩১৫ কোটি ৬৫ লাখ টাকার একটি প্রাথমিক প্রকল্প একনেকে জমা দেয়। তখন একনেক থেকে বলা হয়, এ প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রকল্পের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি ত্রিমাত্রিক মাস্টারপ্ল্যান এ প্রকল্পের সঙ্গে জমা দিতে হবে। ঠিক তখন থেকেই আলোচনা শুরু হয়- এই মাস্টারপ্ল্যান কীভাবে করা যায় এবং কাকে দিয়ে করা যায়? সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের (পিএনডিসি) আলোচনায় উঠে আসে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থপতি মাজহারুল ইসলামের তৈরি একটি মাস্টারপ্ল্যান আছে, যা ১৯৭০ সালে তৈরি। কাউন্সিল সভায় সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, বিশ্ববরেণ্য স্থপতি মাজহারুল ইসলাম তৈরি মাস্টারপ্ল্যানের মূল কাঠামো ঠিক রেখে বুয়েটের সাহায্য নিয়ে বর্তমান অবস্থার নিরিখে একটি হালনাগাদ ও সংশোধিত ত্রিমাত্রিক মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা হবে এবং এটি তৈরিতে বুয়েটের সাহায্য নেওয়া হবে। কেননা, যদি এই ত্রিমাত্রিক মাস্টারপ্ল্যানের কাজটি বুয়েটকে দিয়ে করানো যায়, তাহলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হালনাগাদ একটি সুন্দর ও সর্বজনগ্রাহ্য মাস্টারপ্ল্যান পাবে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লিখিত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বুয়েট প্রশাসন কয়েকজন স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদের সমন্বয়ে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করে দেয়। এই টেকনিক্যাল কমিটির তৈরিকৃত হালনাগাদ ও সংশোধিত ত্রিমাত্রিক মাস্টারপ্ল্যানটি কয়েক দফা পিএনডিসিতে উপস্থাপিত হওয়ার পর চূড়ান্ত আকারে সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে একনেকে প্রেরণ করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বর্তমান প্রশাসন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো মাস্টারপ্ল্যানটি শুধু হালনাগাদ করে ত্রিমাত্রিক ফরমেটে তৈরি করেছে মাত্র; কোনোভাবেই নতুন করে তৈরি করেনি। যেহেতু বর্তমান প্রশাসন এই মাস্টারপ্ল্যানটি নতুন করে তৈরি করেনি, শুধু প্রয়োজনের নিরিখে হালনাগাদ করেছে মাত্র; সেহেতু মাস্টারপ্ল্যানের জন্য যেসব উপাদান বাদ যাওয়ার কথা; আন্দোলনকারীরা বলছেন, তা বর্তমানে কোনো অবস্থাতেই যৌক্তিক নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল সময়ে বেশ কিছু বড় স্থাপনা, যেমন- বেগম সুফিয়া কামাল হল, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হল, ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, মাইক্রোবায়োলজি বিল্ডিং ইত্যাদির কাজ শেষ হয়েছে। যদিও তখন এ ব্যাপারে কেউ কোনো স্থাপনা বা মাস্টারপ্ল্যানের ব্যাপারে কোনো

অভিযোগ করেননি; কিন্তু এখন করছেন। যদি এর কোনো গলদ থেকে থাকে, তাহলে তা মাস্টারপ্ল্যানের গোড়াতেই হয়েছে; বর্তমান প্রশাসনের আমলে নয়। আন্দোলনকারীরা বলছেন যে, সব স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। তা ঠিক নয়। হয়তো এটি সবার জন্য উন্মুক্ত হয়নি; কিন্তু সব দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজনে এটি পেতে বা দেখতে পারতেন। হালনাগাদ মাস্টারপ্ল্যানের সুপারিশ বা অনুমোদনের সময় এর বিরোধিতা না করে যখন উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে, তখন এর বিরোধিতা করা কতটুকু যৌক্তিক? প্রায় ৫০ বছর আগে তৈরি মাস্টারপ্ল্যানের দায় বর্তমান প্রশাসনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যাহত করা, বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের আবাসন হল তৈরি বন্ধ করা কোনোভাবেই যৌক্তিক হতে পারে না। অন্যদিকে, যে কোনো গঠনমূলক সমালোচনা অবশ্যই প্রশাসনকে বিবেচনায় নিতে হবে। কেননা, এতে কাজের দক্ষতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ই লাভবান হয়। তবে ব্যক্তিগত রেষারেষি কিংবা চাওয়া-পাওয়া গঠনমূলক সমালোচনার গুরুত্ব অনেকাংশে কমিয়ে দেয় এবং এ ক্ষেত্রে তাই হয়েছে বলে আমার মনে হয়। তার পরও উপাচার্য আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় তাদের প্রধান দুটি দাবি অর্থাৎ ছাত্র হল তৈরির জায়গা পুনর্নির্ধারণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম রিভিউ কমিটি পুনর্গঠনে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করছেন, দরপত্র আহ্বানে অস্বচ্ছতাসহ এই উন্নয়ন প্রকল্পে কোটি টাকার মতো দুর্নীতি হয়েছে, যা প্রকল্পের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগকে ঘুষ হিসেবে প্রদান করেছে। যদিও এর কোনো অকাট্য প্রমাণ এখন পর্যন্ত আন্দোলনকারীরা উপস্থাপন করতে পারেনি। এ বিষয়ে কিছু ফোনালাপের রেকর্ড বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশ পেলেও প্রমাণ হিসেবে তা খুবই দুর্বল। কেননা, যে কেউ এটি শুনলে বুঝতে পারবে, ঘটনার আলোকে পরবর্তী সময়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নির্মিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের হল নির্মাণের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বৈধ উপায়ে কাজ পেয়েছে। এর অবৈধতার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত অন্য কোনো ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব নামে কোনো অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে জমা দেয়নি। এখন পর্যন্ত প্রকল্পের অর্থ থেকে প্রকল্পের প্রাথমিক আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ ছাড়া কোনো অর্থ খরচ করা হয়নি বলে প্রশাসন জানিয়েছে, যার সত্যতা প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। যদি প্রকল্পের উন্নয়ন খরচ বাবদ এখন পর্যন্ত কোনো অর্থ খরচ না-ই হয়ে থাকে, তাহলে প্রকল্পে দুর্নীতি হলো কোত্থেকে?

প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় যাকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গল ও উন্নয়নের জন্য তাকে মেনে নিয়ে সহযোগিতা করা উচিত। এখন সময় হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের স্বার্থে ব্যক্তিগত রেষারেষি ভুলে একাট্টা হয়ে কাজ করার। আর তাতেই দেশ ও জাতির অর্থাৎ আমাদের সবার মঙ্গল হবে।

ডিন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com